প্রথমা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নতুন
সংস্করণ ঃ
৭ই আষাঢ়, ১৩৬১

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
পরম বন্ধুবরেষু—



সূচীপত্র



লক্ষ্যভ্রষ্ট



এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম ?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।

তারি সন্ততি, আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি ;
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।

মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি' দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ ;
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
—দেবতার অপমান !

কত জীবনের কত সমাধির সমিধ্ লইয়া ভাই,
যে আলো জ্বালায়ে তুলি,
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়, নাচে শুধু ভয়াবহ
সর্পিল শিখাগুলি।

রাখিবন্ধনে বাঁধিয়া যাহারে, তাহারে পরাই বেড়ি,
—সে মোর আপন ভাই !
জীবন যাহারে ঘিরি' গুঞ্জরে, তারি সূর্যের আলো
দুই হাতে আগলাই।

তারকা-লোকের জেনেছি ছন্দ, সূর্যোদয়ের বাণী,
সৃজিয়াছি ভালবাসা ;
তবু হিংসার অন্ধ কারায় সভয়ে লালন করি
শুধু বাঁচিবার আশা !

পথভ্রান্ত দেবতা মোদের, নয়নে অমৃত-ভাতি
হিংস্র নখর হাতে ;
জানি তার বাণী সর্বনাশিনী, তবুও চলিতে হবে
তারি মূক ইশারাতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু তাই
আদি পঙ্কের ঋণ।

সুদূরের আহ্বান



অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই !

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির।
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা !

যে শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটাল পুরুষ চতুর্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ তাজা তার জৌলস !
আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান :
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হতে,
তার জয় অভিযান !

[illegible]

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি।
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিসঙ্গ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে;
গৃহ-বেষ্টনে বসি,
কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী!

সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক্ ঢাকা তোমাদের গৃহখানি,
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি'।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।

মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে, খুলিতে সহে না তর;
সোহাগের ভাষা কখন্ শিখি যে নাই মোটে অবসর;
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই!

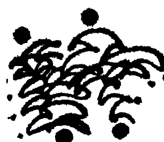
সুদূরের আহ্বান

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
—শোন তার শিঞ্জিনী।

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু!
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু!



কবি



আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

৮ আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই।

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে
বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায়!

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি।

কবি

জাফ্‌রি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমিলিত
সে দু'টি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই ;
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় !
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!

সেতু



বিরাট সেতু সে এধারের সাথে ওধার জুড়িতে চায়,
সে সেতু হয়েছে পার ?
এ-ধারে তাহার আলো জ্বলে না ক' ওধারে অন্ধকার ;
—সেতু সে বৃহদাকার !

এধারে যাহার মাটির দম্ভ, ওধারে মাটির মায়া,
পদতলে যার অশ্রুর মত জল,
সে সেতু নহে ক', বিবাহ দেয়নি এপারে ওপারে ভাই,
রাখিবন্ধন নহে, শুধু শৃঙ্খল ;
এধারে ওধারে জুড়ে দিতে চায় কঠিন বাঁধনে ভাই—
সেতু সে বিপুল-বল !

ফুল হ'তে ফলে যে গোপন সেতু—
জানি রহস্য তার ;
তারা হ'তে তারা' যে সেতু উতরে
লঙ্ঘি অন্ধকার,
তারো সন্ধান মেলে কিছু কিছু—
নিশীথ রাত্র ভরি ;
শুধু এ সেতুর হেতু জানি না কো
উতরিতে ভয়ে মরি ।

প্রথমা

সব কিছু সে যে পার হয়ে চলে তবু কোথা নাহি পার,
তীর নাহি মিলে সেতু সে নিরুদ্দেশ !
কঠিন বাঁধনে সব কিছু বাঁধে তবু লাগে না ক' জোড়া,
যোজনার মাঝে বেদনার রহে রেশ !
সূর্যের পানে উদ্ধত তার যাত্রার শুরু ভাই,
অতল আঁধারে উৎরাই তার শেষ !

বিরাট সেতু সে লঙ্ঘিতে চায় শিশির-কণিকাটিরে,
সে সেতু হয়েছ পার ?
এধারে তাহার বন্ধ্যা ধরণী, অন্ধ আকাশ শিরে,
—সেতু সে ব্যর্থতার !

বেনামী বন্দর



মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজেব ভীড় !
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচিব,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আব
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তবী
বরখাস্ত্ হল ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্;
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দবটিতে ভাই,
সেই—অথর্ব ভাঙা জাহাজেব ভীড়।

ছুনিয়ায় কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁসিয়ার সদাগরী,

প্রার্থনা

হালে যার পানি মিলে নাক’ আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি !

কোমরের·জোর কমে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধরে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মত জখম হ’ল যে যুঝে ;
সওদাগরের জেটিতে জেটিতে
খাতাঞ্জি-খানা ঢুঁড়ে,
কোন দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবে নাক’ খুঁজে !

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়,—
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে ;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
—তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড় !

●



মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে ?
গড়্‌লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে ?
ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে ?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায়রে !
কোলের 'পরে দুলিস্ কভু
মাটির 'পরে যাস্ পড়ে—
মলিন ধুলা লাগে সকল গায় রে !

আঘাত পেলে বুক ফাটে তোর,
চোখের জলে যাস্ গলে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস্ ভুঁয়ে
কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা কিছু যায় চটে,
বর্ষাধারায় যায় রে সে যায় ধুয়ে।

[illegible]

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি,
টান্‌ছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউ-এর 'পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা ছুল্‌বে না,
ভিড়্‌বে না কো ভীড়ের হট্টগোলে।

ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি
খাম্‌খেয়ালির নেই খেলা,
নেইক মরণ-ভয়ের ভীষণ ভুরকুটি।
বৃষ্টি-পরশ-সরস-দেহে
জাগবে তৃণ হয়ত রে,
একটি ছোট উঠবে কুসুম ফুটি।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোর চল্‌বে না,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।





জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার !
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন বিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত !
বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব-স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি ;
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন।

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি ;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,

প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবন-যাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমারে অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার!

স্বপ্নদোল



জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল,—
ওরে ব্যর্থ-ব্যথাতুর,
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল।
ব্যথিত শ্বাসের বাষ্পে ইন্দ্রধনু রচি ইন্দ্রজালে,
যদি সে মৃত্যুর মরু মরীচিকা সৃজিয়া সাজালে,
অনন্ত মৌনতা মাঝে কাতর দরদী,
এক কণা সুর লাগি
এত করি সাধিল সে যদি,
সৃষ্টির পাণ্ডুর ওষ্ঠে শীতল তিক্ততা,
অন্তরের নির্মম রিক্ততা,
ক্ষণিকের অপ্রচুর
শীর্ণ শুষ্ক হাসির ছলনা দিয়া রাখিতে আবরি,
এত সকাতর ব্যর্থ চেষ্টা যার
শুধু তার সকরুণ প্রেমটিরে স্মরি,
আজি তবে সযতনে হাস্য টানি ব্যথাম্লান মুখে,
নিদারুণ কপট কৌতুকে,
রঙীন বিষের পাত্র ওষ্ঠে তুলি ধরি
যাব পান করি।

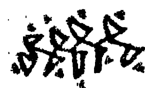
অবিশ্বাসী প্রিয়ারেও অসঙ্কোচে দিব আলিঙ্গন,
যে অধর করিল বঞ্চনা,
তাহারেও করিব চুম্বন।

প্রথমা

যে আশার ম্লান দীপখানি,
তিমির রাত্রির তীরে আতঙ্কে শিহরি
বহুক্ষণ নিভে গেছে জানি,
তারি আলো আছে করি ভান,
কণ্টকিত লক্ষ্যহীন পথে নিরুদ্দেশে করিব প্রয়াণ
—মিথ্যা অভিযান।

যে প্রেম জীবনে কভু মুঞ্জরে না, তারি মৃতমূলে
সমস্ত জীবন-রস
নিঙাড়িয়া সঁপি দিব, জ্ঞাতসারে ভুলে,
মর্ম্মগ্রন্থি খুলে।
ছল করি ভালোবাসি জরা-শোক-জর্জ্জরিত
মূল্যহীন এ মাটির শব,
আগ্নেয় আয়ুর দ্বীপে ক্ষণকাল তরে
তার লাগি আয়োজিব মিথ্যা মহোৎসব

যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথা-সিন্ধু দোলে ;
যদিও অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি-অশ্রু-উচ্ছলিত তবুও রঙীন
এ বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি ধরি,
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সযতন অনুরাগ স্মরি
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন-সুন্দরী।



দেবতার জন্ম হ'ল।
দেবতার জন্ম হ'ল, সুপবিত্র সুন্দর প্রভাতে
মাটির কোলের 'পরে—
মার বুকে,
বিধাতার আশীর্বাদ লয়ে।

এমনি আমার ভগবান
বার বার জন্ম ল'ন মার বুকে
সুপবিত্র ধরণীর কোলে।
তার পর চেয়ে দেখি—
কোথা মোর ভগবান?
জীর্ণ গৃহ, আবর্জনা চারিদিকে,
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে,
ছিন্ন শয্যা 'পরে শুয়ে
রোগ-রুক্ষ ক্ষুধা-ক্ষীণ দেহ লয়ে
দেবতা আমার
ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
আলোকের দেবতার আলো নাহি মিলে,
মিলে না ক' বায়ু।
রজনীর লক্ষ্য তারা চেয়ে চেয়ে খোঁজে আর কাঁদে-
দেবতারে খুঁজে নাহি পায়।

কিম্বা দেখি—
চিনিতে না পারি ;
আমার দেবতা এ কি ?

কলুষ-বীভৎস মুখ,
দৃষ্টিভরা পাপে,
অঙ্গে অঙ্গে চিহ্ন কলঙ্কের—
এই কি গো দেবতা আমার ?
—মার কোলে জন্ম যার
জন্ম যার এ পবিত্র মৃত্তিকার ’পরে !

কার পাপ নিজেরে শুধাই—
মোর ভগবান হ’ল অন্নের কাঙাল,
বিকৃত কুৎসিত আর আত্মায় বামন,
রুদ্ধ-বৃদ্ধি বুভুক্ষিত কদাকার প্রাণ !
কার পাপ ?

এ আমার, এ তোমার, এ যে সর্ব মানবের পাপ
দেবতার আলো করি চুরি,
অন্ন রাখি কেড়ে,
শাস্তি তাই যায় বেড়ে বেড়ে দিনে দিনে।
যত জন্ম ব্যর্থ করি দেবতার,
যত প্রাণ পুষ্টি বিনা মরে,
মানবের যাত্রা পথে
তত জমে সুবিপুল বাধা আবর্জনা।

দেবতার জন্ম হ'ল

দেবতার ব্যর্থ জন্ম !
—সেই অশ্রু জমে আর জমে
বিধাতার নেত্রকোণে ;
যত গ্লানি মানবের হতেছে সঞ্চয়
সেই অশ্রু-প্লাবনের ভাঙন ধারায়
মুছে যাবে কোন্ দিন।
সেই দিন হব শুচি।

আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর ;
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙাল !
—এক দিন মার কোলে জন্ম ল'য়ে, শিরে লয়ে মার স্নেহাশিস,
আর দিন সুন্দর আমার
স্বার্থে লোভে ক্রূরতায়, হিংসায় প্রচণ্ড লালসায়
কুৎসিত, জঘন্য, ভয়ঙ্কর মানবের পুরী হতে,
পঙ্কমাখা, শীর্ণ, ক্ষীণ, হিংসায় বিক্ষত,
কদাকার, লালসা-জর্জর,
বিদায় লইয়া যান,
একটি করুণ শুধু রাখি দীর্ঘশ্বাস।

'দ্বার খোল'



'দ্বার খোল,' খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী !'
—কেঁদে কয় হতভাগ্য নিঃসম্বল মানবের দল,
কেঁদে কয় দিকে দিকে নিযুত জীবন।

অন্নে যে ভরে না বুক,
তৃষা যে অতৃপ্ত থেকে যায়,
প্রাণ আলো চায় !
শূন্য ক্ষণগুলি
অকাজের সহস্র জঞ্জালে ভরিয়া তুলিতে নারি,
আর ভালো নাহি লাগে।
দ্বার খোল হে প্রহরী,
আনো নব উষালোক,
সঞ্জীবিত কর আজ নূতন অমৃতে,
নব-সৃষ্টি-গুঞ্জন-মুখর, ধরাতলে জন্ম দাও।

মোর মাঝে কোন্ প্রাণ-মহানদ
ছুটিয়াছে অন্তহীন অসীমের লাগি,
তাহারে চিনাও।
আবর্তে ঘুরিয়া মরে অন্ধ মোর বন্ধ প্রাণধারা,
বেদনায় সারা,
তাহারে দেখাও পথ—
দ্বার খোল, দ্বার খোল, রাত্রির প্রহরী !

'দ্বার খোল'

শুনেছ কি, শুনেছ কি অন্ধকার রন্ধ্র করি'
আলোকের আর্তস্বর, কাঁদে প্রতি তারকায়
কাঁদে সারানিশি !
তারে মুক্তি দাও।

যাহা আছে তাহা আছে ঢাকি,
যাহা পাই ভার হয়ে থাকে—
সত্যেরে চিনিব কোন্ ফাঁকে ?
হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে,—
যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক্
বেদনার উষ্ণ রক্তধারে ;
রক্ত-পারাবার হতে উদ্বোধন হোক্ আজ নূতন উষার

অপূর্ণ

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে ;
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি।

কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে,
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে।

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে—
শুধু সেথা ছিল না ক' আঁখিজল,
বিরহ বেদনা আর উষ্ণদীর্ঘশ্বাস।
আমার মাঝারে তাই
এমন করিয়া তুমি কাঁদ,
কাঁদ এত রূপে।
অকারণে কাঁদ একবার
জীবনের তীরে নামি
চিহ্নহীন বালুচরে ;
পুনঃ কাঁদ প্রেয়সীর, শ্রেয়সীর লাগি
বার বার দুরন্ত যৌবনে ;

অপূর্ণ

তার পর সমস্ত জীবন ধরি'
সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে,
বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায়
কাঁদ নানা ছলে।

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছ কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি'।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,
সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,—
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।

মোর সাথে পাপী হ'লে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ ;
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দয়।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে—
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত।

যত কান্না ধরণীতে ;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি——
আর ধন্য আপনারে মানি।

●

প্রার্থনা



আজ আমি চলে যাই
চলে যাই তবে ;
পৃথিবীর ভাই বোন মোর ;
গ্রহ তারকার দেশে,
সাথী মোর এই জীবনের,
—কেহ চেনা কেহ বা অচেনা,
তোমাদের কাছ হতে চলে যাই আজ।
কোথায় দু' ফোঁটা জল শুখাইবে তপ্ত ভূমিতলে,
একটি করুণ শ্বাস মিলাইবে উতলা বাতাসে,
আজ কয়ে যাব না ক' সন্ধান তাহার !
নীল আকাশের গ্রহে একটি প্রার্থনা মোর,
রেখে যাই শুধু,
স্পন্দহীন বক্ষপুটে,
রেখে যাই মৃত্যুম্লান মর্মকোষে মোর।

যে কেহ আমার ভাই, যে কেহ ভগিনী,
এই ঊর্মি-উদ্বেলিত সাগরের গ্রহে,
অপরূপ প্রভাত সন্ধ্যার গ্রহে এই,
লহ শেষ শুভ ইচ্ছা মোর
বিদায় পরশ, ভালোবাসা ;

প্রার্থনা

আর তুমি লও প্রিয়া মোর
অনন্ত রহস্যময়ী,
চির কৌতূহল-জ্বালা
অসমাপ্ত চুম্বন খানিবে,
তৃপ্তিহীন।

যদি প্রেম সত্য হয়,
যদি সত্য হয় এই অশ্রুর সাধনা,
তবে আব বাব
অদেখা আকাশে কোন,
কোন নীহাবিকা পুঞ্জে
নব-সূর্য-উদ্ভাসিত সে কোন সুন্দরী তারকাব
হবে ফিরে পরিচয় ?
—নাহি জানি।
নয় এই অযাচিত নিষ্ঠুর বিদায়।

আজ আমি চলে যাই ;
যত দুঃখ সহিয়াছি,
বহিয়াছি যত বোঝা, পেয়েছি আঘাত,
কাটায়েছি স্নেহ-হীন দিন,
আজ কোন ক্ষোভ নাই তাহাদের তরে,
কোন অনুতাপ আজ রেখে নাহি যাই।

একটি আকাঙ্ক্ষা শুধু
জ্বেলে রেখে গেনু।
আজো যারা আসে পিছে,
অনাগত পৃথিবীর ভ্রূণ-শিশু যত,
তারা যেন পৃথিবীরে এমন করিয়া নাহি দেখে।
আজ যারা বাসিতে পেলে না ভালো,
আমাদের চারিপাশে আজ যত প্রাণ,
অন্যায় দারিদ্র্যে আর হীন লালসায়
অন্ধ পঙ্গু হয়ে কাঁদে অশ্রুজলে উষ্ণ অভিশাপ,—
তাহাদের সকল বেদনা
আজিকার মানবের যত গ্লানি পাপ,
আমাদের সাথে যেন মোরা সব
মুছে লয়ে যাই।
যারা আজো জন্ম লয় নাই,
তাহাদের প্রেম
ব্যর্থ নাহি হয় যেন এমন করিয়া
লোভের, ক্ষুধার ফাঁদে,
দেবতার দ্বার যেন তাহাদের তরে
আজিকার মত রোধ
নাহি করে স্বার্থ অসঙ্গত,
কপটতা, মোহ, প্রবঞ্চনা,
হিংসা, অহঙ্কার;
—পৃথিবী সুন্দর হয় যেন।
বিধাতার আশীর্বাদ লোভ যেন নাহি কেড়ে রাখে
স্বার্থ করে অন্যায় বণ্টন;

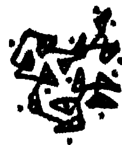
প্রার্থনা

প্রেম বিনা কারো জন্ম ব্যর্থ নাহি হয় যেন,
ছিঁড়ে যায় লালসার জাল,
ধুয়ে যায় আজিকার সব ক্ষুদ্র গ্লানি মলিনতা।

দিকে দিকে কোটি গৃহ ভেঙে পড়ে আজ,
প্রচণ্ড লোলুপ এই মানবের বাসনার ঝড়ে ;
উপবাসী কাঁদে মাতা মোহমত্তা নারীর অন্তরে,
কাঁদে প্রিয়া উৎপীড়িতা বারাঙ্গনা-বুকে,
—দেবতা কাঁদেন ভাঙা ঘরে।

পৃথিবীর ভাই বোন মোর
এই বিলাপের গ্রহে, মোর কান্না রেখে যাই আজ,
একটি বাসনা আর।
পশ্চাতে আসিছে যারা
তারা যেন ধরণীর এ কলুষ, দেখিতে না পায় ;
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি,
আমাদের বেদনায়।
তারা যেন সবে ভালোবাসে।

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?



মৃত্যুরে কে মনে রাখে?
—মৃত্যু সে' ত মুছে যায়।
যে তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেলা,
ভুবনের মেলা।
যে তারা হারাল দ্যুতি, যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
যে শাখে শুখাল পাতা
এ ভুবনে কোথা তার স্থান?
নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান,
হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচ শুধু গান।
রচ গান যৌবনের।

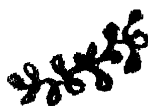
যে প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে,
কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডে, দুর্নিবার রুধিরের দোলে,
তার তরে অকারণ শোক।
বারবার ছেড়ে তার জীর্ণতা-নির্মোক
জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেঁপে।
মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ গৃহদ্বারে,
আসে বারে বারে
সমারোহে শিশুর উৎসব,

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?

বেদনার অন্ধকার বিদারিয়া প্রতিদিন, দেখা দেয় প্রদীপ্ত গৌরব,
নির্লজ্জ শিশুর হাসি।
কবরের মৃত্তিকায়, অবহেলি অশ্রদ্ধায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী।

ওরে ম্রিয়মাণ কবি উঠে বোস, শোক-শয্যা তোল
বন্ধুব বিবহ-ব্যথা ভোল,
কান পেতে শোন্ বসে জীবনেব উন্মত্ত কল্লোল—
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল আজি উতরোল

আশীর্বাদ



আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদ খানি,
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে।
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার।

মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
ঊর্ধ্বে চাহ অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে,
পূরব সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে দিকে,
হারায় কঙ্কাল-পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,—

আশীর্বাদ

সেথা আজ ডেকে আন প্রভাত আলোরে ;
তার সাথে আন শান্তি,
লোভ দীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে,—
লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা গ্লানি পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবের
ব্যাধি ও বিকার
সযত্নে লালিত,
—দূর হোক সব আবর্জনা,
আলোকের কল্যাণ ধারায়।

শক্তির সাধনে মাতি,
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি,
সুন্দরেরে গিয়াছিলে ভুলি ;
তবু

প্রথমা

সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ,
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

আজ তব
শক্তি-সুরা-রক্ত-নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়;
প্রস্তর-নিষেধ-প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ, বিবর্ণ কুসুম,
—সঙ্কুচিত দুর্বল কাতর।
যন্ত্রের জটিল পথে
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ।



ভাড়াটে কুঠি



ভাড়াটে কুঠি !
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি ।

ওধারে তাহারা   এধারে কাহারা
ওপরে ও নীচে নানা ;
পাশাপাশি বোজ ঘর করি ভাই—
কেহ নয় কারো জানা !
শুধু দু'বেলায় চোখোচোখি হয়
একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি ।
ভাড়াটে কুঠি ॥

ওধারের ঘরে তাহাদেব ছেলে
বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে ;
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি
বধূটি শুকায়ে মরে ।
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল
চলিছে দাবার ঘুঁটি ।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একটি ইটের ব্যবধান রেখে
পাশাপাশি থাকি শুয়ে ;
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায়
ভিৎ গাড়া একই ভূঁয়ে ।

ওইখানে শেষ ; তার পরে আঁটা
জানালা কবাট দুটি ।
ভাড়াটে কুঠি ॥

একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে,
কোনখানে যাই ভেসে ;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায়
নিয়ে চলি ম্লান হেসে ।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল
বাধা নাহি যায় টুটি ।
ভাড়াটে কুঠি ॥

শুধু কোনোদিন সঙ্গ-বিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান ।
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা কুটি ।
ভাড়াটে কুঠি ॥



কাগজ বিক্রি



হাঁকে ফিরিওলা—কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই !
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত
তাড়াগুলি হাতড়াই।
পুরানো কাগজ চাই !
বহুদিন ধরে জঞ্জাল বাড়ে
সের দরে বেচি তাই।

কেমন করিয়া একটি তাহার
হঠাৎ নজরে পড়ে ;
দেখি সমুদ্রে যাত্রী-জাহাজ
কোথায় ডুবিল ঝড়ে।
হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা,
বিকায় খুলির দরে।

নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি
ঘোষিছে পুরস্কার ;
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কারা
করিছে আবিষ্কার।

ঘোষিছে পুরস্কার,
পলাতক খুনে লুকায়ে কোথায়
চাই যে হদিস্ তার।

কোন্ সে বধূর বুকের আগুন
ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার ;
পুড়ে গেল সাত পাক।
ভিতর করিয়া খাক্,
কোন্ সে গিরির গরল অনল
ঘটিল দুর্বিপাক।

হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের
পুরানো কাগজ পড়ি ;
আমাব নয়নে সহসা পোহায়
সে দিনের বিভাবরী।
পুবানো কাগজ পড়ি ;
রাখিল ধরণী সেই দিনটির
পায়ের চিহ্ন ধরি।

সে পদচিহ্ন কোথায় মিলাল
তারপরে নাহি খোঁজ !
মানুষের ঘরে সকলের বড়
উৎসব নওরোজ।

তার পরে নাই খোঁজ ;
যাত্রী-জাহাজে ডুবিল যে, বুঝি,
তারো ঘরে আজি ভোঁ'স্ত।

রক্তে ছোপান অশ্রুতে ভেজা
পুরাতন যত পাতা,
সব জঞ্জাল আজিকে, হ'লেও
রঙীন সুতায় গাঁথা।
পুরাতন যত পাতা,
তাতে কোন্ দিন কি দাগ লাগিল
কে বৃথা ঘামায় মাথা।

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ বিক্রি,
পুরানো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল
জমাবার নাহি ঠাঁই।
পুরানো কাগজ চাই ;
আদর যাহার ফুরাল, তাহারে
সের দরে বেচ ভাই।

নমো নমো নমো !
অপরূপ অনির্বচনীয় !
নমো নমো নমো !
দেহের বীণাতে ওঠে ঝঙ্কারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো !
নয় বাণী, নয় স্তুতি, নহেক প্রার্থনা ;
গান নয়, নয় আরাধনা,
শুধু দেহ-দীপ হতে ওঠে শিখা সম
নমো নমো নমো !

সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে—
শুধু অহৈতুক
অর্থহীন
নমো নমো নমো।
দুর্বোধ প্রাণের ভাষা
বাণীর আরতি !

চেতনা হারায়ে যায় আনন্দের অপার পাথারে
সেথা হ'তে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চনা,
নমো নমো নমো
পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফুটিত পদ্ম হ'তে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো !

নমো নমো

কথা খুঁজে নাহি মিলে, বিস্ময়ের রহে নাক সীমা ;
আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মত ;
বিরাটের তীরে তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে—
নমো নমো নমো !

নমো নমো নমো !
প্রণামের বিরাট আকাশে
সব গান ডুবে আছে, মিলে আছে সব পূজা,
হারাইয়া আছে স্তুতি, সকল আরতি,
সমস্ত সাধনা,
কোটি কোটি তারকার মত।
মহা নীলাকাশ সম
মূর্তিমান সীমাহীন
নমো নমো নমো !

ফিরে আসি যদি



ফের যদি ফিরে আসি ;
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে,
কিম্বা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দ্বিপ্রহরে
কিম্বা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,—
নূতন ধরণী 'পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
কাহারেও পড়িবে কি মনে ?
এ জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
আজ ভালোবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা ?
—পারিব চিনিতে ?

জন্ম ল'ব হয়ত সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিম্বা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে ;
কিম্বা—কোথা কিছু নাহি জানি !
এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি ?
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আর বার ?

ফিরে আসি যদি

সেদিন কি এমনি ফুটিবে ফুল,
এইমত তৃণ
জাগিবে কি পদতলে,
এইমত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময় ?

পড়িবে কি মনে,
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিল ভালো ?
এই ধরণীর 'পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি
ভালোবাসিয়াছি ?
যে মুকুল আশাগুলি রেখে যাব আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অর্ধস্ফুট,
তাহাদেব সাথে আর
হবে ফিবে দেখা ?
এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হ'ল নাকো,
যত খেলা রয়ে গেল বাকি,
ফিরে আর পাব তাহাদেব ?

আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয় ?

প্রথমা

যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে,
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমারে ভুলিয়া ছিলে কেমন করিয়া ?"

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি,
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে ?
সকলেরে ভালোবেসে—ভালোবেসে সব কিছু
দুর্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন
চলিতে পাব কি দুইজনে
এক সাথে ?

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি ;
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে।
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি ;
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয় !



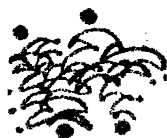
জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে ;
আবার কোথায় অন্‌কি ওড়ে বদ্ধ নালার জলে,
চড়ুই ছুটি বাঁধ্‌ছে বাসা কড়িকাঠের তলে !
বিস্থুবিয়াস্ বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
গ্রহ-তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে ট'লে ;
আবার কোথায় মাকড়শাতে বুন্‌ছে বসে জাল,
মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল !

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
পুচ্ছে-বাঁধা অনল-জ্বালায় ধূমকেতু কে ছট্‌ফটিয়ে ছোটে,
প্রসবব্যথায় কাঁদিয়ে আঁধার, আকাশ ফেটে নতুন তারা ফোটে ;
আবার কোথায় মৌটুস্‌কি টুস্‌কি মারে ফুলে,
প্রজাপতি হলুদ-ক্ষেতে বেড়ায় ছুলে ছুলে !
তেপান্তরে লাগ্‌ল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধরে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি ;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেরালির চমক্ লাগে বনশালিকের ডাকে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
বাঁজা ডাঙায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কাম্‌ড়ে ছেঁড়ে টুঁটি
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি ;
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি,
রুদ্ধ-নিশাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি।
বোল্ হাঙরের লাগল গাঁদি, জাহাজ ডোবে ডুবো পাহাড় লেগে,
কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে ;
আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘষ্‌তেছে পা খেজুব-গুঁড়ির পাটে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
তাতা থিয়া, তাতা থিয়া—ঠোকাঠুকি নীহারিকার মালায়,
তাতা থিয়া,—সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল-জ্বালায়
তারি সাথে যুগে যুগে দোলে, দোলে, দোলে,
নটরাজের নাচন্ চির-নারী-মাতার কোলে।

নেপথ্য



কাগজের বুকে বিঁধে কলমের রূঢ় নখর,
আমার অশ্রু হ'ল আজ ভাই কালো আখর
কবিতা হায়!
লোনা জল আজ ছন্দে দুলিয়া মিলে মিলায়!

আকাশ আঁধার ক'রে এসেছিল মেঘ বিপুল;
সেই মেঘ হ'ল কাননের কোণে কেতকী ফুল,
সুরভিশ্বাস!
আকাশের ব্যথা মাটির মায়ায় হ'ল সুবাস!

এ হৃদয়-ক্ষত হ'ল যে দিঠিতে নিষ্করুণ,
তারি গানে তব প্রিয়ার গণ্ডে ফোটে অরুণ-
উদয়াভাষ!
আমার ঝঞ্ঝা তোমাদের দক্ষিণ বাতাস!

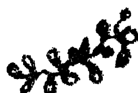
মোর পতঙ্গ, দহিল যাহারে মোহিনী দীপ,
সেই হ'ল তব প্রিয়ার ললাটে সুচারু টীপ,
নব শোভায়!
মোর সূর্যের দাহনে তোমার নিশি পোহায়!

আমার মরুর হাহাকারে হিয়া ব্যথা-বিধুর,
তোমাদের দেশে আকাশ হ'ল যে মেঘ-মেদুর,
স্নেহ-শীতল!
আমার প্লাবনে তোমাদের তীরে ফলে ফসল!

তোমার প্রেমের আকাশে শোভে যে শশী নবীন ;
সে যে বিস্মৃত কোনো ধরণীর স্পন্দহীন
                                        শীতল শব ।
মোর শুক্তির বুক-চেরা ধন তব বিভব ।

তবু তাই হোক ; মোর অশ্রুর বাষ্পাকুল
দিগন্তে তব রামধনু উঠি', আলোর ফুল
                                        মেলুক দল !
মোর শাজাহান কাঁদিয়া গড়ুক তাজমহল !

মেঘলা মোহ



সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে,
পথ আজি নির্জন ;
বাদলা-পোকার ফুর্তি নিয়ে
জাপানি লণ্ঠন ।

কদম্বে আজ শিথিল রেণু
সুবাসে ভুর-ভুর,
বর্ষাশেষের বাদল বাজায়
আজ বেহায়া সুর !

ঘরের কোণে ঝাপ্‌সা আলোয়
জমকালো মজলিস,
চেঁচিয়ে কথা কইতে বাধে
—আধ-ফোটা ফিস্‌ফিস্‌ ।

ঘাঘ্‌রী বিনা কাজরী নাহি
নেইক কাজল কালো,
দুটি প্রাণীর মজ্‌লিসই আজ
সবার চেয়ে ভালো ।

বীণার তারে মর্‌চে-ধরা
কাজ কি পাড়াপাড়ি ;
আজকে নীরব ঠোঁটের সাথে
ঠোঁটের কাড়াকাড়ি ।

প্রথমা

মেঘলা-মোহ ধরে যে আজ
কপোত-কূজনে,
বর্ষাশেষের বেহায়া রেশ
শুন্‌ছি দুজনে !

চিকুর চেয়ে চম্‌কে দেবে
ক'রো না চিক্‌ ফাঁক,
আজ দেওয়ানা দেয়ার শোন
দিল-দরদী ডাক !

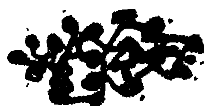
দরিয়াতে আজ কই দাদুরি ?
হয়রান সব চুপ ;
মেঘলা দিন আজ দাঁড় ফেলে যায়
আঁধারে ঝুপ ঝুপ !

বাদলা-পোকার পাতলা পাখা
পড়ছে খসে খসে,
সার্সিতে জল-সারেঙ বাজে
শুন্‌ছি বসে বসে।

হাল্‌কা বেণীর বন্ধনী আজ
আল্‌গা করেই রাখ।
শুধু শীতল অধর দিয়ে
নীরব চুমা আঁক।

ওরা ভয় পায়।
ওরা চোখ বুজে থাকে,
বলে মিথ্যা, সত্য, কিছু নাই—
শুধু ফাঁকি, আর শুধু মায়া ;
এই আসা যাওয়া,
আগে পাছে শুধু তার,
অর্থহীন নিরুত্তর অন্ধকার শুধু !
আমার ভুবনে কিন্তু ফুল ফোটে ফল ফলে রোজ
ঋতুগুলি আসে যায় গন্ধে গানে প্রাণে ভরপুর !
আগে পাছে আছে কি-না কিছু
খুঁজিবার
নাহি অবসর।
আছে যাহা,
তাহারই পাছে,
আমার দিবস রাত্রি
ছোটে অনুক্ষণ !
আমার দিনের আলো
হেসে কাছে আসে,
ভালোবেসে
কথা কয় ;
আমার রাত্রির সুপ্তি, কপোল পরশ করে ধীরে,
বলে,
নাহি ভয় !

ইহবাদী



এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত,
আস্‌ল যারা
হাস্‌ল যারা
ক্ষণেক ভাল বাসল যারা,
আজকে তারা সন্ধ্যা তোমার
পাকা সোনার
গলার হারে,
গগন পারে
যে-কথাটি গেল থুয়ে,
কপোল ছুঁয়ে
গেল চলে
যাহা বলে,
হায়রে হায়,
হারিয়ে যায়
সকল কথা আসন্ন ঐ অন্ধকারে!

আর যারা সব
বইল বোঝা, সইল ব্যথা,
মনের কথা কইল না;
ফুলের তরী বাইল শুধু, ফলের কড়ি চাইল না;
নীড়েতে পাখ্‌ পুড়্‌ল যাদের, আকাশে হায় উড়্‌ল না-
ঘুর্‌ল না;

তাদেরও আজ দিবা শেষে
ভালবেসে,
জড়িয়ে বুকে মুছিয়ে আঁখি
অশ্রু-জলে অধর রাখি,
ডাক্‌বে না কেউ হায়রে হায়!
জানি, জানি, সন্ধ্যারাণী, দিনের বাণী সব বৃথায়!

ধূলা সে যে ধূলাই শুধু
পরশ-পাথর নাইরে নাই,
মিথ্যা বোঝা, মিথ্যা খোঁজা
বৃথা ওরে সব যোঝা-ই;
মরমে যে মার খেয়েছে
মিথ্যা যে তার সব ওঝাই!
বুকের ভিতর যা থাকে থাক্‌,
ঢেকেই তা রাখ্‌।
ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি নাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি,
পরকালের পুঁথি ফেলে, আয়রে হতাশ, আয় দুখী!
আয় রে আয়
দিন যে যায়!
উপবাসী প্রাণ যে চায়
বিপুল নিদারুণ ক্ষুধায়।

যখের কড়ি আগ্‌লে আছিস্‌ মোক্ষ-আশায় মূর্খ কে?
অর্ঘ্য দে!

এই দেহ তোর দেবতা শুধু,
দিন দুয়েকের স্বর্গ রে!
অর্ঘ্য দে।
মর-দেহের চেয়ে মূর্খ, মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে!
অর্ঘ্য দে।

মৃত্যু শাসায়, শুন্‌তে কি পাস্‌?
দেখ্‌তে কি পাস্‌, শ্মশান পাতা সকল ঠাঁই,
বিশ্বজুড়ে চিরটা কাল কালের হাতের নেই কামাই!
ওরে অন্ধ, ওরে হতাশ!
লুট করে নে যেথায় যা পাস্‌;
আকাশ বাতাস,
প্রেমের প্রকাশ,
নারীর দেহে রূপের বিকাশ,
যেথায় যা পাস্‌।

ভিখারী তুই আছিস্‌ ভুখা,
শিকারী সুখ নেয় লুটে,
এ কি রে তোর মনের বিকার—
রইবি খুশি চিরকুটে?
হাঁক উঠে
মুখ ফুটে
মোক্ষ-মোহের ডোর টুটে',
"এই জীবন মোর সাধন
স্বর্গ মোর এই ভুবন"!

ইহবাদী

দুখ যে চায়,   দুখ যে পায়,
আর যে সুখের পিছনে ধায়,
দিনের শেষে সব সমান, সব সমান!
পুঁথির পাতায় ধাপ্পাবাজি, পরকালের সব প্রমাণ।

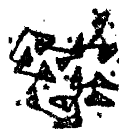
ডাকছে কবি—আয় রে আয়
তিলে তিলে, প্রাণ পেয়ালায়
চুমুক দেবার সময় যে যায়!
সময় যে যায়—সময় যে যায়, বাজ্‌ছে কালের ডঙ্কা রে,
সকল সুখের পাছে আছে সমাপ্তির-ই শঙ্কা রে!
শিবের সাথে শ্বস্‌ছে রে শব,
সৃষ্টি সাথে ধ্বংসোৎসব
কাল-ভৈরব হুঙ্কারে।

যৌবনের ও মউ-বনে সব মৌমাছিদের মর্মরে
শুন্‌ছি বাজায় বিসর্জনী কঙ্কালেরা পঞ্জরে;
বাজায় ফুলে বাজায় পাতায়
পাখীর পাখায় লাজুক লতায়,
সুখে, আশায়, ভালবাসায়
সব ভরসায়
বাজায় বাজায় কেবল বাজায়!
—বসন্তেরি রঙিন খাতায়
রঙের সাথে কালো কালি-ই লিখছে শমন পাতায় পাতায়
ওরে তাই—
চোখের জলের সময় যে নাই!

রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের ;
প্রিয়ার ঠোঁটের গুল্‌বাগে ভাই
ইজারা যে দুই দিনের !
ঠিকানা নেই   ঠিকানা নেই
আশার ফানুস কখন ফাঁসে ;
জীবন স্বপন ভাঙেরে তোর
মহাকালের অট্টহাসে !
ভাব্‌বি কি আর, করবি বিচার
বৃথা কি আর খাটবি বেগার ?
কালকে প্রিয়ার মুখে পাবি
হয়ত চিহ্ন বলি-রেখার !

আজ দরজায়
তাই ত কবি ডাক দিয়ে যায়—
ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায়—
মধু-মাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায় ?

যৌবন-বারতা



এস নারী,
আজ তব কানে কানে,
কই কথা প্রাণে প্রাণে,
সৃজন-রহস্য-কথা—
—নিখিলের আদিম বারতা।

যৌবনের মায়ালোকে
অনাদি ক্ষুধার সেই অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে চোখে,
এস নারী, আরো কাছে এস
বুকে বুক রেখে শুধু ক্ষণিকের তরে মোহ ভরে ভালোবেসো।

চুপে চুপে যে কথাটি
শিখাইছে মাটি
প্রতি নবাঙ্কুরে,
ইঙ্গিতে যে কথাটিরে গ্রহতারা বলে ঘুরে ঘুরে
আলোকের অর্ধস্ফুট সুরে,
সৃষ্টির প্রথম-প্রাতে বিধাতার মনে
যে-কথাটি ছিল সঙ্গোপনে,
সে গোপন বারতাটি করিব প্রকাশ,
এস নারী, এল আজ জীবনের দখিনা-বাতাস।

মুখে নয়, শুধু বুকে বুক দিয়ে নয়,
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল সর্ব অঙ্গ মোর, মন প্রাণ দিয়ে
শিখাইব সে রহস্য প্রিয়ে!

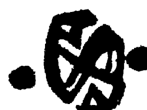
জানিবার দুরন্ত আগ্রহে
তোমারও দেহের মাঝে শোণিতের বন্যাবেগ বহে !
যৌবন-সুষমা তব, এ যে সেই বাসনার ভাষা !
এরি মাঝে জেগে আছে নিখিলের অনির্বাণ আশা ।

এই তব হেঁয়ালি ভাষায়
সৃষ্টির কামনাখানি নবরূপে ফুটে পুনরায় ।
ভয়ঙ্কর ভুখে,
এস নারী অই তব তনুলতা নিষ্পেষিয়া বুকে
কই মোর রহস্য-বারতা ;
জন্মে জন্মে এ দেহের প্রতি অণু-পরমাণু মাঝে বহিয়া
এনেছি যেই কথা,
সে বাণী সুগন্ধ করিয়া অগণন ফাল্গুনের সুরভি নিঃশ্বাসে,
রঞ্জিয়া বিচিত্র বর্ণে, সিক্ত করি সঙ্গীতের আনন্দ নির্যাসে,
রূপে রসে অপরূপ করি'
কই ধীরে,—দেহমন এ জীবন—উঠুক শিহরি !

হে প্রিয়া আমার—
তবু যদি আরো কিছু রয়ে যায় বাকি,
অসমাপ্ত যায় কিছু থাকি,
হাস্যে তব, লাস্যে তব, ছলনায় কৌশলে কলায়,
সৌন্দর্যের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করি' দুলাইয়া আবেগ দোলায়
ধাঁধিয়া কটাক্ষপাতে, বাঁধিয়া অচ্ছেদ্য মায়া-ফাঁসে,
সমস্ত চেতনা হরি', মগ্ন করি' আলিঙ্গনে, কুহক-বিলাসে
উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া মোরে করিয়া বিহ্বল,
লুটে নিয়ো সকল সম্বল ।



বিস্মৃতি

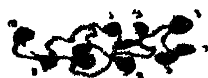


যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল বন-হংসের প্রেমে,
আকাশ-পথের কোন্ সীমান্তে থেমে ;
সে কবে আমার মনে,
ডুবেছে বিস্মরণে।
আজি শুধু তার শূন্য নীড়টি ঘিরি,
হতাশ আশার উদাস অলস মৌমাছি মরে ফিরি।

বেদিয়ার মেয়ে মরু ছেড়ে হ'ল মোতি-মহলের বাঁদী,
চঞ্চল চোখ বোরখাতে দিল বাঁধি ;
সে কবে আমার মনে,
ডুবেছে বিস্মরণে ;
আজি শুধু তার ত্যক্ত জীর্ণ ঘরে,
পুরানো স্মৃতির শ্রীহীন শুকানো পল্লব কেঁদে মরে।

শুক্‌নো চড়ায় সারাদিন করে শকুনেরা কলরব,
ঘাটে ভেসে লাগে শেফালি-শিশুর শব
আমার পরানে আজি,
উৎসব বেশে সাজি,
হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে।
বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা-নয়ন-জলে।

স্মৃতি



আর বরষের পথিক-পাখীর পায়ের চিহ্নখানি,
নূতন পলিতে ঢাকা পড়িয়াছে জানি,
তোমাব মনের চরে।
জানি কভু ক্ষণতরে,
স্মৃতির জোয়ার সরাবে না আবরণ।
তোমার আকাশে আমার পাখার বিদায় চিরন্তন।

উড়ো মেঘে কবে ছায়া করেছিল আমার দগ্ধ মরু,
বাড়াল একটি শাখা মুমূর্ষু তরু।
আজো তারি পথ চাহি,
জানি বৃথা দিন বাহি।
স্খলিত পরাগ পুষ্প লবে না তুলি।
বিদ্যুল্লতা ছুঁয়েছে যে তার ভস্ম বাসনাগুলি!

তবুও মনের বাতায়নে মোর রাখিলাম দীপ জ্বালি;
জীবন নিঙাড়ি স্নেহরস তাহে ঢালি।
চাহিনাক সান্ত্বনা,
অশ্রুতে ভিজাব না,
মনের তৃষিত মরুর দারুণ দাহ।
তব পথ-চাওয়া-দীপ-শিখা সনে মোর শেষ উদ্বাহ।

লুপ্ত



তৃতীয় প্রহরে চাঁদ উঠেছিল নগর-শিখর ছুঁয়ে ;
তুমি তারি মত মোর 'পরে ছিলে নুয়ে।
কহ নাই কোন কথা ;
বাণীহীন ব্যাকুলতা,
কেঁপেছিল শুধু নত আঁখি-পল্লবে
কৃশ শশাঙ্ক-লেখা সম যবে দেখা দিল মোর নভে !

সেদিন যে-কথা কহিতে পারনি, আজ কেন বৃথা মন
তাহারি অর্থ খুঁজে মরে অকারণ !
কেন মিছে ভাবি বসি,
শুখায়েছে যে সরসি
তারি কমলের কি ছিল মর্ম-কোষে ?
প্রভাতী তারার ইসারা খুঁজিতে কেন চাহি এ প্রদোষে !

জ্যোৎস্নাধারায় আকাশের চোখে আজো যে লেগেছে নেশা ;
কুয়াশায় আজ স্মৃতি ও স্বপ্ন মেশা।
থাকে যদি মনে থাক,
একটি সজল দাগ,
হারানো রাতের এক ফোঁটা অশ্রুর।
নূতন আঁখির দ্যুতিতে তোমার স্মৃতি হোক সুমধুর।

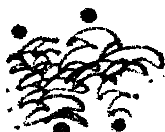
তুমি

কালো দীঘিজল, তারি সুশীতল মায়া তব দুটি চোখে ;
ও দেহে শ্রাবণ-মেঘছায়া ফেলিল কে !
তুমি যেন শর্বরী,
তারকার স্নেহ হরি'
নেমেছ আসিয়া নীরবে হৃদয়-তীরে,
দূর দিগন্তে নভোসীমন্তে আঁকি শশী-লেখাটিরে।

কুমারী কোরক যে আলোকে জাগে, স্মিতমুখে তব ক্ষরে ;
পাখীরা ঘুমায় স্নিগ্ধ তোমার স্বরে।
তনুর লাবণী সনে,
দেখিয়াছি পড়ে মনে,
হরিৎ-ধান্য-ব্যাকুল গ্রামের সীমা,
কানন-কণ্ঠ-লগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।

ধুধু প্রান্তর তোমার প্রণয়ে হ'ল ছোট প্রাঙ্গণ ;
দীপ হতে করে, বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে,
অসীম আকাশ-তীরে,
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।
তুমি আছ তাই গৃহদীপ সনে তারকারা কথা কয়।

মানে



মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত—
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না!
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় ক'রে আছে যে—!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে
সেই অর্থের ভরসায়!
সে অর্থ কি মাটিতে লুটিয়ে চলে?
মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস?—হারেমের খোজা?
মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অক্লান্ত আবর্তন!
তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ ক'রে চলে
রক্ত লোলুপতার অভিযানে?
মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর?—হূণ আত্তিলা?
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ?—শুধু খৃষ্ট?
তবু কাফ্রী-ক্রীতদাসও ত মানুষ—
মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খৃষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর
মোছা চলেছে?

সংশয়



মনে করি ভালবাসব।
শপথ করি এ জীবন হবে প্রেমের তপস্যা।
প্রভাতের আলোকে চোখ থেকে বুকে নিমন্ত্রণ করি।
মানুষের কোলাহল চলাচল ভালো লাগে।
—দূর আকাশে চিলগুলি অদৃশ্য বৃত্ত রচনা করে,
ছোট নদীটির ঘোলাটে জল তার অজস্র জঞ্জাল নিয়ে বয়ে যায়,
গরু ও মোষের গাড়িগুলি মন্থর ভাবে যাতায়াত করে;
কাকের কোলাহল, ফেরিওয়ালার হাঁক, দুটি দুরন্ত ছেলের ঝগড়া,
পাখীর ডানার শব্দ শুনতে পাই।
আমায় ঘিরে জীবনের স্রোত বয় এবং আমি
সেই স্রোতের স্পর্শ হৃদয়ে সানন্দে অনুভব করি।
আসুক দুর্দিন, মনে করি শপথ রক্ষা হবে।
প্রিয়ার দৃষ্টি আছে সম্বল, আছে বন্ধুর প্রেম,
কত জননীর অযাচিত স্নেহ!
কত দেশে কত অজানা মানুষের চোখে যে দেবতাকে দেখলাম।
বিদ্রোহ আমি করব না, জীবনকে আমি তিক্তমুখে
অভিশাপ দেব না,
যে শেষ নিশ্বাসটি পৃথিবীকে দিয়ে যাব তাতে বিষ থাকবে না,
থাকবে শুধু চিরকালের নব সূর্যোদয়ের জন্যে চিরন্তন প্রণতি,
ভ্রূণ ভবিষ্যতের জন্যে শাশ্বত আশীর্বাদ।
তারপর একদিন জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি
আকাশ অন্ধ হয়ে গেছে;

সংশয়

মৃত্যু-পথ-যাত্রী প্রিয়া শীর্ণ দুর্বল শিথিল বাহু দিয়ে
আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা ক'রে বলে,
"আমি তোমায় ছেড়ে যাব না, আমায় রাখ।"
অসহায় বন্ধু বলে,
"অন্ধকারে তোমার হাত খুঁজে পাচ্ছি না বন্ধু।"

ভাঙা দেওয়ালের ফাটলে একটি ঘাসের গুছি
অনেক দিন জীবনের জন্যে যুঝেছিল—
প্রতিদিন দেখতাম কী তার প্রাণান্ত প্রয়াস
একটি পুষ্পিত প্রশাখা প্রসারিত করবার জন্যে,
একদিন বুঝি একটি ফিকে বেগুনি রঙের ছোট্ট ফুল ফুটেছিল,
কিন্তু মূল তখন দেউলে হয়ে গেছে ;—
সব শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল।
পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখি নির্মম শিশুর দল
ক'টা ইঁদুরছানা ধ'রে
তাদের বলি দিয়ে উল্লাস করছে—কি সরল পৈশাচিকতা!
সৃষ্টির মূলেই যে নির্বিকার নির্মমতা।
দেখি মৃত্যুর শিয়রে নেওয়া চির-বিলাপের শপথ শাপ হয়ে ওঠে,
শুনি বৃদ্ধ তার যৌবনের প্রেম নিয়ে পরিহাস করছে।
—জীবনকে কি ঘিরে আছে একটি বিপুল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ?

রাস্তা



আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা উপশিরার।
এই রাস্তার ধূলির গান!
—তার কাঁকর, তার খোয়া তার পাথরের—
আজ কিছু তুচ্ছ নয়।
ভাঙা পেরেক; ঘোড়ার খুরের নাল,
ছেঁড়া কাগজ, কাঠি, পাতা, কিছু তুচ্ছ নয়!

আজ এই রাস্তার গান গাইব,
যে রাস্তা গেছে আমার ঘরের পাশ দিয়ে—
তার দিনের জনস্রোতের
তার নিশীথের নির্জনতার,
তার বৈচিত্র্যের, তার চাঞ্চল্যের,
তার অবসাদের, তার একঘেয়েমির!
তার গ্যাসের বাতির কাঁচে প্রভাতে যে আলোটি চুম্বন করে,
তার টেলিগ্রামের তারে বসে যে শালিকটি দোলা খায়,
যে বৃদ্ধ মুটেটি ঘর্মাক্ত কলেবরে
তার ধূলির ওপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে মোট বয়ে নিয়ে যায়,
যে দুরন্ত শিশুটি তার ধূলি জমা ক'রে খেলা করে,
পথিকদের বিরক্ত করে ও তাদের তিরস্কারে হাসে,
সন্ধ্যা ও সকালে যে শ্রমিকের দল আনাগোনা করে,
তার কিনারায় একটি জীর্ণ ঘরে
যে পীড়িত বৃদ্ধ সারাদিন গোঁয়ায়—

তার জলের কলে যে সব কুলি-যুবতীরা
জল নেয়, ঝগড়া করে, কৌতুক করে,
কুটিল দৃষ্টি হানে আর উচ্চ হাস্য করে।
সমস্ত দিন ও রাত্রি ধ'রে যত পথিক
যত কথা কয়ে যায়,
তার কারখানা থেকে যত কোলাহল শব্দ ওঠে
যত ধূম ওঠে তার কারখানা-কলের
আকাশস্পর্শী চিম্‌নি থেকে ;—
সব কিছুর! যত কিছুর!

এ জীবন ধ'রে এই পথটিতে যা কিছু দেখেছি,
শুনেছি, ভালোবেসেছি,—সব কিছুর গান গাইব।
তার সঙ্গে গান গাইব মানুষের
যে মানুষ পথ সৃষ্টি করেছে,
মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার পথ!
অরণ্যে পথ আছে।
শ্বাপদেরা যে পথ দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ
তৈরী করেছে বন মাড়িয়ে মাড়িয়ে
শিকারের চেষ্টায় আর জলের অন্বেষণে
—মৃত তৃণের পথ!
সে পথ হিংসার, সে পথ ক্ষুধার, সে পথ কামের।
মানুষ প্রথম মৃত লতা-গুল্ম-তৃণের একটি
অবিচ্ছিন্ন রেখা সৃষ্টি করেছিল—কবে?—কেন?
আমি বলি প্রীতিতে।

প্রথমা

যে মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিল মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্যে,
তাকে নমস্কার!
সে পথ আরো বিস্তৃত হোক,
যে পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।

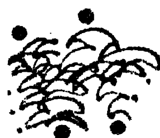
সমস্ত পথের গান গাইব,
সোজা ও বাঁকা, সরু আর চওড়া—অশেষ অসীম।
কারণ সব পথের মোহানায় যে আমার আসন,
সব পথ এসে মিলেছে এই আমার মেলায়।
যে পথ গেছে উত্তর মেরুতে
আর যে পথ গেছে দক্ষিণ মেরুতে,
যে পথ গেছে সাহারায়,
আর যে পথ গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়!
যে পথ গেছে গ্রামান্তের শ্মশানে
আর যে পথে গ্রহ তারকা চলে,
আর যে পথ গেছে প্রিয়ার হৃদয়ে—
আর যে পথ মানুষের দুরন্ত দুরাশার—
আর অসম্ভব কল্পনার!
আমি পথ সৃষ্টি করি—
সব পথই আমার।
আমি সেই নবসৃষ্টির গান গাইব।
আমি শুধু শিলা দিয়ে রাস্তা বানাই না—
শুধু লোহা ও লকড়ি দিয়ে নয়।
শুধু পেশীর বল আর শ্রমের ঘর্ম দিয়ে নয়,
আমি পথ বানাই মর্ম দিয়ে—প্রাণ দিয়ে।

রাস্তা

আমি পথ বানালাম অরণ্য ফুঁড়ে,
আমি পথ বানালাম পাহাড় চিরে,
আমি নদী ডিঙিয়ে গেলাম.—আমি সাগর বেঁধে দিলাম,
বাতাস জিনে নিলাম,
আমি যুগ থেকে যুগান্তরে দেশ থেকে দেশান্তরে
মনের সড়ক তৈরী করলাম।
আমার তবু থামা হবে না।
পথই যে আমার প্রাণ—আমার অসীম পথের পিপাসা!
শিশু পৃথিবীর কোন্ অনতিগভীর কবোষ্ণ সাগরে
আমার প্রথম ক্ষীণ পদচিহ্ন পাবে,
পাবে অসীম সাগরের বালুকায়,
তারপর ধরণীর প্রতি স্তরের ধাপে ধাপে আমি
উঠে এলাম,
—অসীম অমর জীবাণু!
নিখিলের বিস্ময়!
দূরতম নক্ষত্রের পথ আমি খুঁজি আজ!

সব পথ-সৃষ্টির একই প্রেরণা।
যে পথে পুষ্পের সুগন্ধ মৌমাছিদের নিমন্ত্রণ করতে বেরোয়;
আর যে পথে মহাজনদের সওদা আসে নগরের হাটে;
যে পথে যাযাবর হংসবলাকা আসে
আকাশকে শুভ্র পক্ষের কলহাস্যে সচকিত করে;
আর যে পথে পৃথিবীর অন্ধকার জঠর হ'তে
মজুরেরা কয়লা তুলে আনে,

আর ধাতু আর হীরক ...... সে প্রেরণা জীবন।
এই পথ সৃষ্টিতেই জীবনের সার্থকতা!
এই পথ জীবনকে বৃহৎ করে বৃহত্তর ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে।
নিশ্চিত হ'তে অনিশ্চিতে, নীড় হ'তে আকাশে
তার অশেষ অভিযান।
এই পথ জীবনকে মুক্তি দেয়—অসমাপ্তির অসীমতায়।
এই পথে জীবনের বন্ধনের ছন্দ।
এই পথে জীবনের মুক্তির আনন্দ।



পায়ের শব্দ শুনতে পাও ?
নিযুত নগ্ন পায়ের মহাসঙ্গীত !
মলিন কোর্তাপরা কারখানার কুলি আসছে আজ অসঙ্কোচে
আর রাস্তার মূর্খ মজুর,
জাহাজের খালাসী আর পথের মুটে।
বিশ্ব-মানবের মিছিলে আজ মিল্‌ল এসে
এ কোন্ অপ্রত্যাশিত পূত বন্যা !
পঙ্কিল ব'লে ঘৃণা করবে আজ কে ?
কলুষিত ব'লে কে নাসিকা কুঞ্চিত করবে ?
তফাত যাও !
জরাজর্জর দেহে তাজা রক্তের স্রোত বইল ;
বদ্ধজলে মৃত্যুর জীবাণু বংশ বিস্তার ক'রছিল,
আজ প্রাণের বিপুল বেগে সাফ হ'য়ে গেল
বনেদি জঞ্জাল, সনাতন ধাপ্পাবাজি।
রাজপথের ধূলি আজ তাদের নগ্ন সবল চরণ আলিঙ্গন ক'রে
ধন্য হ'ল।
—কলের কুলি আর মাঠের চাষা,
রাস্তার মুটে আর কারখানার মজুর।
পাল্কি চড়ে চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,—
আজ ওই নগ্ন সবল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারী হ'ল
পাপের ভারে—

ওই [illegible] পথের ধুলায় নামাও সে ভার।
আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা।
আজ যদি চোখে জল আসে
সে কি দুর্বলতা ?
ওই কালিমাখা শ্রম-কঠোর ঘর্মাক্ত দেহখানি
আলিঙ্গনের লোভে
বাহু যদি আপনা হ'তে প্রসারিত হয়
সে কি লজ্জার কথা ?
দেবতা যে পাঁওদল চলেছেন ওই
নগ্ন পদ কুলিদের সাথে ভাই—
তিনি যে আজ আহ্বান করেছেন ওই পথের ধুলায়!

—